প্রকাশনায় : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) ও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর(ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

২২ আশ্বিন ১৪৩০
০৭ অক্টোবর ২০২৩

## বাণী

হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় টার্মিনালের সফট ওপেনিং হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক নতুন যুগে প্রবেশ করল। এর ফলে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বৈশ্বিক যোগাযোগ, টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিমান পরিবহণ সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে আকাশপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা জরুরি। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ২,৩০,০০০ বর্গমিটার আয়তনের নতুন তৃতীয় টার্মিনাল ভবনটিতে অত্যাধুনিক ফ্যাসিলিটিজসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ এয়ার ট্র্যাফিক মুভমেন্টের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যা দেশের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি। নবনির্মিত এ টার্মিনালের মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ১৬ মিলিয়ন যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে যা যোগাযোগ ও পরিবহণ ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য পরিষেবার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন আকাশ পথে যাত্রী চলাচলের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। সরকারের দূরদর্শিতা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি আশা করি, হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল দেশের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাবে, ব্যবসাবাণিজ্য সম্প্রসারিত করবে এবং নতুন নতুন গন্তব্য বাংলাদেশের আকাশপথের সঙ্গে যুক্ত হবে।

নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণের পাশাপাশি হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় নতুন আমদানি-রপ্তানি কার্গো কমপ্লেক্স নির্মাণের ফলে আকাশপথে ব্যবসা যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। বিমান পরিবহণ খাতের উন্নয়ন ও এ খাতকে যুগোপযোগী করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবেন- এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল আকাশপথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সফল হোক- এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোঃ সাহাবুদ্দিন**

---



প্রতিমন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

দেশের আকাশপথে ক্রমবর্ধিষ্ণু যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ চাহিদা এবং আন্তর্জাতিক মানের টার্মিনাল সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নবনির্মিত ৩য় টার্মিনালের সফট ওপেনিং হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এ কাজের উপর ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন-দর্শন বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন অভিযাত্রায় অনুপ্রেরণার উৎস। এই দর্শন বাঙালির স্বকীয়তাকে ধারণ করে এবং বাঙালির আত্মজাগরণের প্রেরণাকে করে উদ্দীপ্ত। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতে জাতির পিতার সকল স্বপ্ন আর দর্শন আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে, উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন এক উন্নয়ন বিস্ময়ের নাম।

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহুমাত্রিক ও গতিশীল নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে যাত্রা শুরু করা দেশের এভিয়েশন খাত বিকশিত হয়ে উন্নীত হচ্ছে আন্তর্জাতিকমানে। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে দেশের আকাশ পথে সংযোগের পরিধি। জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দিকনির্দেশনা অনুসারে সারাদেশে বিমান পরিবহন অবকাঠামোর যুগোপযোগী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, যাত্রীসেবা বৃদ্ধি, কারিগরি ও জন দক্ষতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ ও সুষ্ঠু বিমান চলাচল নিশ্চিতে কাজ চলছে। হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। আমাদের লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের এভিয়েশন শিল্পকে স্মার্ট এভিয়েশন শিল্পে রূপান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম এভিয়েশন হাবে পরিণত করা।

হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মিত দৃষ্টিনন্দন ও অত্যাধুনিক ৩য় টার্মিনালের মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন যাত্রী চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে যা দু'টি পিয়ার এক্সটেনশনের মাধ্যমে ১৬ মিলিয়নে উন্নীত হবে। ফলে এ বিমানবন্দরের মাধ্যমে বছরে মোট ২৪ মিলিয়ন যাত্রী চলাচল করতে পারবে। সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ আয়তনের আমদানি-রপ্তানি কার্গো কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি, ৩য় টার্মিনাল ভবনের সাথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও এর পূর্বপার্শ্বে নির্মিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে একাধিক এলিভেটেড রোড/ ইউলুপ ও আণ্ডার পাস থাকবে। এই এলাকায় সরকারের পরিকল্পনাধীন মেট্রোরেলের (এমআরটি লাইন -১) সাথেও ৩য় টার্মিনালের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় টানেল নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্মানিত যাত্রীগণ যেমন স্বাচ্ছন্দ্যে বিমানবন্দর দিয়ে চলাচল করতে পারবেন তেমনি দেশের পর্যটন শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্য সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসারেও ভূমিকা রাখবে এই বিমানবন্দর।

আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দেশের এভিয়েশন শিল্প উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের সকলের সম্মিলিত কাজের মাধ্যমেই এদেশের এভিয়েশন শিল্প মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ, ২০৪১ সালে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ২০৭৫ সালে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমি হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩য় টার্মিনালের সফট ওপেনিং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোঃ মাহবুব আলী এমপি**

---



সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বাণী

বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর 'সোনার বাংলা' বাস্তবে রূপদান করতে ৩য় টার্মিনাল হবে নতুন মাইলফলক। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি এঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ হতে চলেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার Aviation Hub। ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মমর্যাদাশীল উন্নত সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে ৩য় টার্মিনালের প্রারম্ভিক সূচনা নবদিগন্তের উন্মোচন করবে। আকাশপথে দেশের ক্রমবর্ধমান যাত্রী চলাচল ও কার্গো পরিবহণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ০৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের সফট ওপেনিং হতে যাচ্ছে এজন্য আমি আনন্দিত। এই টার্মিনালের দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলী এবং বিমানবন্দরের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যাত্রী সেবায় যোগ করবে নতুন মাত্রা।

নতুন এই টার্মিনাল দেশের বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামো হিসেবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বমানের বেসামরিক বিমান পরিবহন অবকাঠামো তৈরির মাধ্যমে নিরাপদ, দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য যাত্রী ও পণ্যপরিবহণ সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাইকার ঋণ সহায়তায় নির্মিত এই টার্মিনাল ভবনের আয়তন হবে ২,৩০,০০০ বর্গমিটার যা বিদ্যমান টার্মিনালের দ্বিগুণেরও বেশি। ৩য় টার্মিনালের মাধ্যমে বছরে অতিরিক্ত ১ কোটি ২০ লক্ষ যাত্রী চলাচলের সুবিধা সৃষ্টি হলো যা দু'টি পিয়ার এক্সটেনশনের মাধ্যমে ১ কোটি ৬০ লক্ষে উন্নীত হবে। ফলে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বার্ষিক প্যাসেঞ্জার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি হবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ। পাশাপাশি, এই টার্মিনালে রয়েছে ১২টি বোর্ডিং গেইট যা দু'টি পিয়ার এক্সটেনশনের মাধ্যমে ২৬ টিতে উন্নীত হবে। এছাড়া, ১৬টি আগমনী কনভেয়র বেল্ট, ১১৫টি চেক-ইন কাউন্টার ও ১২৮টি ইমিগ্রেশন কাউন্টারের মাধ্যমে এই বিমানবন্দর দিয়ে সম্মানিত যাত্রীগণ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারবেন। হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর ৩য় টার্মিনালসহ প্রায় তিন লক্ষ টন কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা সংবলিত ইম্পোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স ও প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন কার্গো হ্যান্ডলিং সুবিধা সংবলিত এক্সপোর্ট কার্গো কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধা সংযোজিত হবে।

দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে এই নবনির্মিত ৩য় টার্মিনাল ভবনটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিমান পরিবহন খাতের যুগোপযোগী উন্নয়নে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

**মোঃ মোকাম্মেল হোসেন**

---

# হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল
# স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় নেতৃত্বে আমরা 'বাংলাদেশ' নামে যে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছি, জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নির্দেশনায় সেই দেশকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেকটি পালক যুক্ত হতে চলেছে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল Soft Opening-এর মাধ্যমে।

বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও বহির্বিশ্বের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির ফলে আকাশপথে যাত্রী ও কার্গো পরিবহণের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। যাত্রী এবং কার্গো বৃদ্ধির হার অনুযায়ী বিদ্যমান টার্মিনালের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল, কার্গো টার্মিনাল ইত্যাদিসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'গুণগতমান ও ব্যয়ভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতির অধীন' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কোরিয়ার Yooshin, সিঙ্গাপুরের CPG ও বাংলাদেশের DDC এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের জয়েন্ট ভেঞ্চারকে সরকারের অনুমোদনক্রমে ২০১৪ সালে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মার্চ ২০১৬ সালে বন্ধু প্রতীম দেশ জাপান-এর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা জাইকা প্রকল্প কাজে আর্থিক ও বিস্তারিত কারিগরি সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক সমীক্ষা শুরু করেন। মে ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরকালে প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টি জাপান সরকার কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়। ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ৩য় টার্মিনাল প্রকল্পের ডিপিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে এবং উভয় সরকারের অনুমোদনক্রমে বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে জাপানের Mitsubishi ও Fujitsu এবং কোরিয়ার Samsung এর সমন্বয়ে জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রতিষ্ঠান Aviation Dhaka Consortium (ADC)-কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্প কাজের শুরুতেই বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারি আঘাত হানে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র একান্ত আগ্রহ, দৃঢ়তা এবং দিকনির্দেশনায় লকডাউন ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যেও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সিডিউল মোতাবেক এ প্রকল্প-কাজ এগিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে।

এই প্রকল্পে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুবিশাল দৃষ্টিনন্দন টার্মিনাল ভবন, মাল্টি লেভেল কারপার্ক, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ১টি আমদানি ও ১টি রপ্তানি কার্গো ভিলেজ, ৩৫টি নতুন পার্কিং এপ্রোন, বোর্ডিং ব্রিজ, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রসহ নতুন ইউটিলিটি কমপ্লেক্স, নতুন ফায়ার স্টেশন, এয়ারসাইড ও টাউন সাইডে সারফেস রোড নেটওয়ার্ক, এয়ারফিল্ড গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম, ফুয়েল ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড হাইড্রেন্ট সিস্টেমসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো। আরও রয়েছে রানওয়ে ও প্যারালাল টেক্সিওয়ের সংযোগকারী ২টি হাই স্পীড টেক্সিওয়ে যা ইতোমধ্যেই বিমান চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই সাথে পার্কিং এপ্রোনের সঙ্গে যুক্ত হবে প্যারালাল টেক্সিওয়ের সংযোগকারী ৮টি টেক্সিওয়ে। হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বিদ্যমান ১ ও ২ টার্মিনালের সক্ষমতা এবং নবনির্মিত ৩য় টার্মিনালে যুক্ত হওয়া সুবিধাদির বিশদ তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেওয়া হল:

| প্রধান বৈশিষ্ট্য | বিদ্যমান টার্মিনাল-১,২ | ৩য় টার্মিনাল |
|---|---|---|
| যাত্রী পরিবহণ সক্ষমতা | ০৮ মিলিয়ন | ১৬ মিলিয়ন [১২ + ৪ (পিয়ার এক্সটেনশন)] |
| টার্মিনালের আয়তন | ১,০০,০০০ বর্গ মিটার | ২,৩০,০০০ বর্গ মিটার |
| আমদানি কার্গো ভবনের আয়তন | ১৩,৭০০ বর্গ মিটার | ২৭,০০০ বর্গ মিটার |
| আমদানি কার্গো ভবনের ধারণক্ষমতা | ৮৪,৩৭৯ টন/বছর | ২,৭৩,৪৭০ টন/বছর |
| রপ্তানি কার্গো ভবনের আয়তন | ১৯,৬০০ বর্গ মিটার | ৩৬,০০০ বর্গ মিটার |
| রপ্তানি কার্গো ভবনের ধারণক্ষমতা | ২,০০,৫৬০ টন/বছর | ৫,৪৬,৯৪১ টন/বছর |
| বোর্ডিং গেইট | ০৮ টি | ২৬ টি (১২টি+১৪পিয়ার এক্সটেনশন) |
| পার্কিং বে | ২১ টি | ৩৭ টি |
| মাল্টিলেভেল কার পার্কের ধারণক্ষমতা | ৩০০টি | ১২৩০ টি |

দক্ষ ও সন্তোষজনক যাত্রী সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদীর্ঘ কনভেয়র বেল্টসহ ১১৫টি চেক-ইন-কাউন্টার যার মধ্যে ১৫টি স্বয়ংক্রিয়, ১২৮টি পাসপোর্ট কন্ট্রোল কাউন্টার যার মধ্যে ১৫টি স্বয়ংক্রিয়, ২৭টি হোল্ড ব্যাগেজ এক্সরে মেশিন, ৪০টি কেবিন ব্যাগেজ এক্সরে মেশিন, ১১টি বডি স্ক্যানার ও ৫২টি মেটাল ডিটেক্টর, ১৪টি মুভিং ওয়াকওয়ে, ৩৫টি এসকেলেটর, ৪১টি লিফট, আগমনী যাত্রীদের জন্য ১৬টি লাগেজ কনভেয়র বেল্ট সচল থাকবে। এছাড়া দৃষ্টিনন্দন এ টার্মিনালে আধুনিক প্রযুক্তি ও দেশজ সংস্কৃতি তথা এলুমিনিয়াম ফলস সিলিং-এ জাতীয় ফুল শাপলা যুক্ত হওয়ায় যাত্রী সাধারণ ভ্রমণের পাশাপাশি নান্দনিকতা উপভোগ করতে পারবেন।

৩য় টার্মিনাল এর ১ম তলা আগমনী যাত্রীদের এবং ২য় তলা বহির্গামী যাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হবে। শহরের যে কোনো প্রান্ত থেকে আগত যাত্রী ৩য় টার্মিনাল এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নির্মিতব্য এলিভেটেড রোড, ইউলুপ ব্যবহার করে সরাসরি ৩য় তলায় অবস্থিত চেক-ইন লেভেলে পৌঁছে যাবেন। বিদেশ হতে আগত যাত্রীগণ ১ম তলা থেকে বিমানবন্দর ত্যাগ করে সারফেস রোড বা এলিভেটেড রোড, ইউলুপ ব্যবহার করে শহরের যে কোনো প্রান্তে যেতে পারবেন। এছাড়া টার্মিনালটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সাথেও যুক্ত থাকবে। যার ফলে Multimodal যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাত্রী সাধারণ দ্রুততম সময়ে বিমানবন্দরে পৌঁছানো এবং আগমনী যাত্রীগণ স্বল্প সময়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করে স্ব-স্ব গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন।

চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত এপ্রিল ২০২৪ তারিখে প্রকল্প কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান আছে। আজ ০৭ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের Soft Opening করার সময়ে প্রকল্পের ৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ণ অপারেশন শুরুর জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। সকল প্রকার যন্ত্রপাতির সংযোজন, Calibration এবং Function Test সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট কারিগরি জনবলের প্রশিক্ষণ, দায়িত্ব বণ্টন ও টার্মিনালের অভ্যন্তরে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যপরিধি প্রস্তুত করার পর আগামী ২০২৪ সালের শেষের দিকে সম্মানিত যাত্রীগণের জন্য ৩য় টার্মিনাল উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও সুদক্ষ নেতৃত্বে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে দেশ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। তাঁর প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং সাহসী নেতৃত্ব ছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল ভবন বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না। ২০১৯ সালে নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করার মাহেন্দ্রক্ষণে তিনি বলেছিলেন, "হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ভবন নির্মাণ প্রকল্প কাজ আগামী ৪ বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করছি।" ৪(চার) বছরের কম সময়ের মধ্যেই নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করে জনগণকে দেওয়া তার সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। অত্যাধুনিক এই নতুন টার্মিনাল ভবনটি সম্পূর্ণরুপে চালু হলে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, তথা দেশ এগিয়ে যাবে আরো এক ধাপ সামনে। ■



---



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ আশ্বিন ১৪৩০
০৭ অক্টোবর ২০২৩

## বাণী

অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের সফট ওপেনিং হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এই টার্মিনাল নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের অবদান ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অভিবাদন জানাই। ৩য় টার্মিনাল উদ্বোধনের এ মাহেন্দ্রক্ষণে দেশবাসীকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল উন্নত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে বাঙালি জাতিকে প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী বিমান পরিবহন অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিমানবন্দরে চলাচলকারী যাত্রীদেরকে উন্নত ও আধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করাই আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য। শুধু হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই নয়, দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রানওয়ের শক্তি ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, আধুনিক টার্মিনাল ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের কাজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। সকল বিমানবন্দরে উন্নত প্রযুক্তির নিরাপত্তা-যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে। ফলে, বিমানবন্দরে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা আগের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, সমগ্র দেশের আকাশসীমার উপর সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা, বিমান পরিচালনায় অধিকতর সুরক্ষিত ও নিরাপদ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে State-of-the-art technology সংযোজনের কাজ চলছে। কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ চলমান রয়েছে। সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দরে রূপান্তরের জন্য সময়পোযোগী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশকে এ অঞ্চলের Aviation Hub হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বোপরি আমরা আধুনিক, নিরাপদ ও আন্তর্জাতিক মানসম্মত বিমান পরিবহন অবকাঠামো গড়ে তুলতে কাজ করে যাচ্ছি।

জাপান সরকারের জাইকা হতে ঋণ সহায়তায় দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার বর্গমিটার জায়গার উপর নির্মিত নতুন টার্মিনাল ভবনটি অত্যাধুনিক, বিশ্বের উন্নত যে কোনো বিমানবন্দরের মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং যাত্রীসেবার জন্য সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রয়েছে এতে। এখানে রয়েছে বহুতল বিশিষ্ট কারপার্কিং ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় আমদানি ও রপ্তানি কার্গো ভিলেজ, বিমানের পার্কিং এপ্রোন ও প্যারালাল টেক্সিওয়ের সাথে সংযোগকারী হাইস্পিড টেক্সিওয়ে, গ্রাউন্ড লাইটিং সিস্টেম, বোর্ডিং ব্রিজ, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রসহ নতুন ইউটিলিটি কমপ্লেক্স, ফায়ার ফাইটিং স্টেশন, এয়ারসাইড ও টাউন সাইডে সারফেস রোড নেটওয়ার্ক, মেট্রোরেল স্টেশনের সাথে সংযোগ সাধনের জন্য টানেলসহ আনুষঙ্গিক অত্যাধুনিক অবকাঠামো ও স্থাপনাদি।

বর্তমানে হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে বাৎসরিক যাত্রী পরিবহণ সক্ষমতা ৮০ লাখ। তৃতীয় টার্মিনাল পুরোপুরি চালু হলে প্রতিবছর নতুন করে যাত্রী সেবার আওতায় আসবেন আরও ১ কোটি ২০ লাখ যাত্রী, অর্থাৎ সর্বমোট ২ কোটি যাত্রী। ফলে আন্তর্জাতিক রুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন নতুন গন্তব্য বাংলাদেশের আকাশপথের সাথে যুক্ত হবে। এতে করে, বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং আকাশ পথে দেশের ভবিষ্যৎ এয়ার ট্র্যাফিক চাহিদা পূরণ ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে।

দেশপ্রেমিক জনগণের আস্থা ও সমর্থনের ফলেই আজকে উন্নয়নের এ নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। যা দেশের বিমান পরিবহণ খাতের আধুনিকায়ন এবং যাত্রী সেবায় আন্তর্জাতিকমান নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার বাস্তব প্রতিফলন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' তথা জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

---



সভাপতি
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

## বাণী

দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু এয়ার ট্র্যাফিকের বিষয়টি বিবেচনা করে ০৭ অক্টোবর ২০২৩ হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনালের সফট ওপেনিং হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ ব্যাপারে ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এছাড়া বিমান পরিবহন খাতের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

জাতির পিতার দেখানো পথ ধরে বাংলার অনন্য অভিভাবক, দেশ ও জাতির অভূতপূর্ব উন্নয়নের রূপকার জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও আসছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এরই ধারাবাহিকতায় ৩য় টার্মিনাল নির্মাণসহ দেশের অন্যান্য বিমানবন্দরের উন্নয়নে সরকার গুরুত্বপূর্ণ সব প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অপরদিকে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (৩ নং আইন) এবং বেসামরিক বিমান চলাচলের সুরক্ষা, নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুগোপযোগী বিধান করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (১৮ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাশ হয়। এছাড়া, আকাশপথে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিবহনসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আনুষঙ্গিক বিধানসমূহ যুগোপযোগী করার নিমিত্ত আকাশপথে পরিবহন (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন ২০২০ (২১ নং আইন) ও জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। দেশের উন্নয়নের পথচলায় আকাশপথে যাত্রী পরিবহন ও কার্গো চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা মিটাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। একাদশ জাতীয় সংসদের বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪০তম বৈঠক শেষে কমিটি কর্তৃক ৩য় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে বিমান পরিবহন খাতের উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানাই। সে সাথে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**র,আ,ম, উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, এমপি**

---



চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

## বাণী

আকাশপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় নির্মিত বহুল প্রতীক্ষিত হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩য় টার্মিনাল এর Soft Opening আজ, গর্বের এই দিনে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

১৯৮০ সালে চালু হওয়া বছরে ৮ মিলিয়ন যাত্রী চলাচলে সক্ষম হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী ও কার্গো পরিবহন বিগত চার দশকে চার গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন ৩য় টার্মিনালটি নির্মাণের ফলে এ বিমানবন্দরে আপাতত অতিরিক্ত ১২ মিলিয়ন যাত্রী যা পরবর্তীতে ১৬ মিলিয়নে উন্নীত হবে, যাতে মোট ২৪ মিলিয়ন যাত্রী চলাচল করতে পারবে এবং ৮ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন কার্গো পরিবহণ সম্ভব হবে।

জাপান সরকারের ঋণ সহায়তায় নির্মিত ২,৩০,০০০ বর্গমিটার এরিয়া বিশিষ্ট ৩য় টার্মিনালে থাকছে দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো, অত্যাধুনিক বোর্ডিং ব্রিজ, আগমনী কনভেয়ার বেল্ট, অটোমেশন সুবিধা সংবলিত চেক-ইন-কাউন্টার ও ইমিগ্রেশন কাউন্টার, হোল্ড ও কেবিন ব্যাগেজ এক্সরে মেশিন, বডি স্ক্যানার এবং চলমান ওয়াকওয়েসহ অন্যান্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যন্ত্রপাতি। ৩য় টার্মিনাল প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে নতুন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার এবং সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালিত আমদানি ও রপ্তানির দুটি পৃথক সুপরিসর কার্গো টার্মিনাল কমপ্লেক্স যা বর্তমানের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি কার্গো ধারণে সক্ষম।

এই টার্মিনালের সাথে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ও নবনির্মিত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাধিক সংযোগ রোড ও ইউলুপ থাকবে। পরিকল্পনাধীন মেট্রোরেল এর এমআরটি লাইন-১ এর সাথে এই টার্মিনালের সরাসরি সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি Underground Tunnel নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে Multimodal তথা বহুমাত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাত্রীগণ কোনো বিড়ম্বনা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে এ বিমানবন্দর দিয়ে চলাচল করতে পারবেন।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন এক: প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা, দুই: প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং তিন: নির্দিষ্ট ব্যয় সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা। ৩য় টার্মিনাল নির্মাণে এই তিনটি নির্দেশনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস আধুনিক প্রযুক্তি ও দেশজ সংস্কৃতির মেলবন্ধনে পরিবেশবান্ধব এই ৩য় টার্মিনালের নবতর সৌন্দর্যের স্বাদ প্রতিটি যাত্রীই আস্বাদন করতে পারবে। সরকারের সহযোগিতা ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক মানের সেইফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিত করায় বর্তমানে বাংলাদেশ হতে ২২টি দেশের সাথে সরাসরি আকাশপথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিমান সংস্থা যুক্তরাজ্য, কানাডা, জাপান, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গন্তব্যে ফ্লাইট পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঢাকা-নিউইয়র্ক সরাসরি ফ্লাইট পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আকাশসীমার উপর বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং বিমান পরিচালনায় অধিকতর সুরক্ষা ও নিরাপদ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি THALES কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী সিএনএস ও এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সংস্থাপনের কাজ চলছে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সুপরিসর বিমান চলাচলের নিমিত্তে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান রানওয়ে ও টেক্সিওয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ শেষ হয়েছে। কক্সবাজারে সমুদ্রবক্ষে রানওয়ে সম্প্রসারণসহ বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণের কাজও এগিয়ে চলছে। সকল বিমানবন্দরসমূহের টার্মিনাল সম্প্রসারণ ও নবরূপায়নের মাধ্যমে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩য় টার্মিনালটি নির্মাণের মাধ্যমে যেমন অধিক পরিমাণ যাত্রীকে উন্নত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে ঠিক তেমনি নতুন নতুন দেশের বিমান সংস্থাসমূহ ঢাকা হতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনার সুযোগ পাবে। এতে বাংলাদেশের সাথে নতুন নতুন দেশের আকাশ পথে যোগাযোগ তৈরি হবে, যা এ বিমান বন্দরকে একটি আঞ্চলিক Hub হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। আমি ৩য় টার্মিনাল প্রকল্পে নিয়োজিত জাপান ও কোরিয়ান ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প পরামর্শক, অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শক ও বন্ধু প্রতীম রাষ্ট্র জাপান সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪১ সালের রূপকল্প 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ও ২১০০ সালের যে ডেল্টা প্ল্যানের কর্মযজ্ঞ হাতে নিয়েছেন, বাংলাদেশের এভিয়েশন অবকাঠামোয় উত্তরোত্তর উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান**

Size: 20 inch X 13 inch